Questions no 26. ভারতে বেকার সমস্যার কারণ গুলি লেখো।

উওর:

ভারতে পরিকল্পনার শুরু থেকেই বেকারের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে সংকটের রূপ নিয়েছে। ভারতে বিপুল পরিমাণ বেকারত্বের একাধিক কারণ বর্তমান। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হলঃ

(১) স্বল্প অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারঃ যে-কোনো দেশের কর্মসংস্থানের সুযোগ নির্ভর করে সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারের উপর। পরিকল্পনাকালে ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলেও বেকার সমস্যার তীব্রতা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এর অন্যতম কারণ হল যে হারে দেশের জনসংখ্যা ও কর্মপ্রার্থী বৃদ্ধি পাচ্ছে তা অপেক্ষা কম হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই দেশের ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা পরিকল্পনাকালে সম্ভব হয়নি।

(২) দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি: পরিকল্পনার শুরু থেকেই ভারতে মৃত্যুর হার হ্রাস পাওয়ার ফলে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কর্মসংস্থানের সমস্যাকে জাটল করে তুলছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার কম হওয়ায় বর্ধিত জনসংখ্যাকে কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের সীমিত সম্পদ অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভরণপোষণের ব্যয় হওয়ায় দেশে মূলধন গঠনের হার হ্রাস পাচ্ছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির হারও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

(৩) অনুপযুক্ত প্রযুক্তি: উৎপাদনের উপাদানের যোগানের উপর নির্ভর করে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি নির্বাচন করা হয়। ভারতে শ্রমের প্রাচুর্য ও মূলধনের স্বল্পতা আছে তাই ভারতে মূলধনের তুলনায় শ্রমিক সুলভ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতে শ্রমনির্ভর প্রযুক্তির পরিবর্তে মূলধননির্ভর প্রযুক্তি শিল্পে তো বটেই এমনকি

কৃষিতেও ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পাচ্ছে। শুধু তাই নয় শিল্প মালিকরা অতিরিক্ত মুনাফার আশায় শিল্পক্ষেত্রে পুনর্গঠন চালিয়ে যাচ্ছে ফলে কর্মচ্যুতির হাঁর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৪) জাতীয় কর্মসংস্থান নীতির অভাবঃ পরিকল্পনার শুরু থেকে ভারতে সঠিক কর্মসংস্থান নীতির অভাব পরিলক্ষিত হয় (পরিকল্পনার প্রথমদিকে বেকার সমস্যা সমাধানের উপর আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কারণ পরিকল্পনা কমিশন মনে করেছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়ে বেকারত্ব হ্রাস পাবে। কিন্তু এটি না হওয়ায় ষষ্ঠ পরিকল্পনা থেকে বেকার সমস্যা সমাধানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় ঠিকই কিন্তু মানব সম্পদ ব্যবহারের কোনো সঠিক নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি কর্মসূচী ও ত্রাণ বন্টনের মধ্যেই সরকারের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকায় শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের বিপুল পরিমাণ কর্মপ্রার্থীর কর্মসংস্থানের জন্য যে ধরনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল তা গ্রহণ না করার ফলে ভারতে বেকার সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন।

(৫) প্রকৃতিনির্ভর কৃষিঃ ভারতের বেশিরভাগ জনসাধারণ কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় কৃষি এখনও প্রকৃতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রকৃতির উপর কৃষি নির্ভরশীল হওয়ায় সারা বৎসর কৃষকের পক্ষে কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকা সম্ভব হয় না ফলে গ্রামঞ্চলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৬) শিল্পক্ষেত্রের ব্যর্থতা: ভারতে অনিয়মিত ও অনিশ্চিত শক্তি সরবরাহ, পরিবহনের অব্যবস্থা, কাঁচামালের সমস্যা, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের অবনতি প্রভৃতি কারণে শিল্প ক্ষেত্রের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় না। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগও সম্প্রসারিত হয় না। শুধু তাই নয় 1970-এর দশক

থেকে ভারতে শিল্পরুগ্নতা বেকার সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া 1991 সালের শিল্পনীতি ঘোষিত হওয়ার পর শিল্পের বেসরকারিকরণের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সম্ভাবনাহীন রুগ্নশিল্প বন্ধ করে দেওয়ার নীতি অনুসরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিদায় নীতি (Exit Policy) কার্যকর করার ফলে বেকার সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

(৭) ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা: স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ, বাস্তববর্জিত। কারণ ইংরেজ শাসন কালে ভারতে বিদেশি শাসকদের প্রয়োজনে কেরানী তৈরির উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রর্বতন করা হয়েছিল সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে প্রচলিত আছে। পুঁথিগত এই শিক্ষা ব্যবস্থা মানব উন্নয়ন বিরোধী। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই এখনও বহাল আছে। অর্থনীতিবিদ গুনার মিরদাল এর মতে যারা এই ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করে তারা সে কেবল অশিক্ষিত হয় তা নয় তারা ভুল শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় অর্থনীতির প্রয়োজন ও পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ভারতে কোনো সুস্পষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা ও মানব সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা তৈরি করা হয়নি। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উদার নীতি গ্রহণের ফলে ভারতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেছেন, "ভারতে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার পরিধি বিশাল"। ভারতে শিক্ষা বিস্তারের নামে প্রয়োজনের অনুপযুক্ত ও অকেজো এই শিক্ষা ব্যবস্থার যত প্রসার ঘটছে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে অবশ্য কারিগরী ও ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার কিছু উন্নতি ঘটছে ঠিকই কিন্তু উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষার গুণগতমান বহুক্ষেত্রেই বজায় না থাকায় এদের মধ্যে বেকারত্বের সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে।

(৮) অন্যান্য কারণঃ উপরে আলোচিত উল্লেখযোগ্য কারণগুলি ছাড়াও দেশবিভাগ, শ্রমের গতিশীলতার অভাব, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশের অভাব প্রভৃতি ভারতের বেকার সমস্যার জন্য অনেকাংশে দায়ী।